সংবাদ

তারিখ ... 06 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষকতায় একাল এবং সেকাল

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

আমরা জানি জাতিকে উন্নত করতে হলে তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আগে উন্নত করতে হবে। যিনি জাতিকে শিক্ষিত করে তুলবেন তিনি হলেন সমাজের শিক্ষক। শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। আবার শিক্ষককে বলা হয় ওহঃবষষবপঃধষ ভধঃযবৎ ড়ভ ঃযব ঢ়ঁঢ়রষং– অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের আধ্যাত্মিক পিতা। পিতামাতা যা করতে পারেন না শিক্ষক তা করতে পারেন। একদা এক সময় প্রবাদ ছিল, পিতামাতা সন্তানকে জন্ম দেন, কিন্তু প্রকৃত মানুষ করেন শিক্ষক। শিক্ষক যথাসাধ্য চেষ্টা করেন সকল সমালোচনার উর্ধ্বে থাকতে। তিনি হবেন ক্রটিমুক্ত, প্রাঞ্জল, হাসি খুশি এবং সামাজিক মানুষ। বলা যায় যিনি বা যে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহন করেছেন তিনিই হবেন শিক্ষক। অর্থাৎ সমাজ স্বীকৃত জনগণের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে যে ব্যক্তি পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন তাকেই শিক্ষক বা এব়বধপযবৎ বলে। শিক্ষক সমাজের গুরু, পথ নির্দেশক, আলোকিত ব্যক্তি। দাম্ভিকতা পূর্ণ তর্জন গর্জনকারী কিংবা রাজনৈতিক মারপ্যাচে কলুষিত ব্যক্তির এ মহান পেশায় দায়িত্ব গ্রহণ সাজে না। শিক্ষকের জীবন আলাদা বৈচিত্র্য এবং সুখময় মাধুর্য দিয়ে সম্মানিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে সুখ আছে, শান্তি আছে এবং আছে আনন্দঘন উচ্ছ্বাসভরা প্রগতিশীলতা। শিক্ষাকতা নামক মহান পেশায় পদার্পণকারী ব্যক্তি অবশ্যই সামাজিক ছাঁচে গড়া সুন্দর নৈতিকতাপূর্ণ আদর্শের প্রতীক হবেন। নীতিহীন মানুষ কোন কালেই আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না। শিক্ষক হবেন সুন্দর মন ও পবিত্র আত্মার শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী প্রজ্ঞাবান আদর্শ মানুষ। শিক্ষক সম্পর্কে মনীষীগণ যে সকল সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. 'শিক্ষক হতে চাও ভালো কথা, মনে রেখ তুমি সারা জীবনের জন্য ছাত্র হলে'– ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

২. 'গায়ের জোরে মোড়ল হওয়া যায়, সন্ত্রাসী ও বটে কিন্তু গুরু হওয়া যায় না'– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩. 'সু-অভ্যাস গঠনের নাম শিক্ষা, আর শিক্ষক শিক্ষার্থীর সু-অভ্যাস গঠনের নির্দেশক'– রুশো।

৪. 'সুন্দর, বিশ্বস্ত এবং পবিত্র জীবনের উপলব্ধি হলো শিক্ষা, আর শিক্ষক হবেন এ উপলব্ধির মৌলিক কারিগর'– জন ডিউই।

৫. 'Teaching is an art and teacher is the greatest artist'– শিক্ষক হল শৈল্পিক কর্মকাণ্ড, আর শিক্ষক হলেন ঐ শিল্পের মহান শিল্পী'– Wheithed.

পরিশেষে, বলা যায়, শিক্ষক হলেন সমাজের এমন একজন আদর্শবান ব্যক্তি যার কথা ও কাজ এক হবে। যিনি হবেন সমাজের খুব সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল মানুষ, যাকে অনুসরণ করে মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। যিনি হবেন সত্য, মিথ্যার প্রভেদকারী এক মহান আদর্শবান ব্যক্তি। শিক্ষক নামের তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক কারন শিক্ষক হলেন আদর্শ চরিত্রের সুমহান ব্যক্তিত্ব। সুন্দর মনের এবং সুন্দর মানের প্রজন্ম গড়ে তোলাই তার প্রধান দায়িত্ব। তিনি এমন এক আদর্শ নিয়ে চলবেন, যার মধ্যে থাকবে ভক্তি, বিশ্বাস এবং কর্ম। শিক্ষক নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রথমে শিক্ষকের তাৎপর্য দেখানো হল–

শিক্ষক :		
শি=১) শিক্ষণ,	২) শেখানো,	৩) শাসন।
ক্ষ=১) ক্ষমাশীল,	২) ক্ষমতাময়ী,	৩) ক্ষমতাধর।
ক=১)কৌতূহলী,	২) কৌশলী,	৩)কর্মপ্রবণ।

সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজ ছাড়া মানুষ বসবাস করতে পারে না। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে, সঙ্গে মানুষের সবকিছু পরিবর্তন হয়। আচার, আচরণ থেকে শুরু করে শিক্ষা দীক্ষা সবকিছু। প্রাচীন যুগে শিক্ষক শিক্ষার্থী কখনও মুখোমুখি হতে পারতো না। গুরুর চোখের ওপর চোখ পড়লে বেয়াদবী হবে তাই তারা পরস্পর পিছনে ফিরে জ্ঞান চর্চা করতো। পরবর্তীতে এ প্রথা বাতিল হয় এবং শিষ্য মুখোমুখি হতে পারবে কিন্তু দূরত্ব থাকবে অনেক। গুরু যেখানে বসবেন তার পদ যুগল হতে অনেক দূরে শিষ্যরা বসবে। এরপর দূরত্ব কমিয়ে ফেলা হল কিন্তু কঠিন বেত্রাঘাত পূর্ণ কঠিন শাসন প্রথায় জ্ঞান চর্চার কাজ আরম্ভ হলো। এইভাবেই গেল অনেক শতাব্দী। এলো আধুনিক যুগের শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি। যেখানে বলা হলো, শিক্ষার্থীরা ভুল করতেই পারে। আর এ ভুল শোধরানোর দায়িত্ব শিক্ষকের।

তাই বলে তার শাসন কিংবা নির্যাতন চোর পুলিশ সম্পর্কের হবে না। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান-বাংলাদেশ আমল। স্বাধীন হওয়ার পরও দেখেছি এবং শুনেছি গ্রামের ছেলে মেয়েরা লেখা পড়ায় এগিয়েছিল। তারা মন প্রাণ খুলে পড়ত এবং শিক্ষকগণও প্রাণ খুলে পড়াতেন। তখনকার দিনের শিক্ষকরা শ্রেণী কক্ষে পড়াতেন, পড়া দিতেন এবং বাধ্যতামূলক ভাবে পড়া আদায় করতেন। ছাত্র/ছাত্রীরাও শিক্ষককে খুবই ভয় পেত এবং সম্মান করতো। পড়া না পারলে শ্রেণী কক্ষে বিভিন্ন শাস্তি এবং বেতের ব্যবহার করা হতো। অভিভাবকরা শিক্ষকদের প্রতি খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। শিক্ষার্থীরা বাসায় বা বাড়ি গিয়ে শিক্ষকদের নামে নালিশ করলেও অভিভাবকরা বিশ্বাস করতেন না। বরং বলত তোমাকে কি স্যার শুধু শুধু মারে? ইত্যাদি বলে ছেলেমেয়েদের শাসন করতেন। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের জন্য কোমলতাপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রণ প্রথায় প্রচণ্ড সহযোগিতায় উদ্দেশ্য-নির্ভর জ্ঞান চর্চার কাজ অব্যাহত রাখবেন এ কথাই বারবার বলা হয়েছে। শ্রেণী শাসন কিংবা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ' এর ব্যবহার করতে হবে। বেত্রাঘাত নয়। মনস্তাত্ত্বিক শাসন ও শাস্তি এখানে গ্রহণযোগ্য। প্রশ্নকরণ এবং অতিরিক্ত কাজের লোড দিয়েও দুষ্ট শিক্ষার্থীর শাস্তি দেয়া যেতে পারে। বর্তমানে গ্রাম, শহর, বন্দরের স্কুলগুলোর মধ্যে বেতের ব্যবহার নেই বললেই চলে। শহরের ছেলে মেয়ো লেখাপড়ায় যেমন ভালো তেমনি দুষ্টামিতেও প্রত্যুৎপন্নমতি। শিক্ষকরা শ্রেণী কক্ষে তাদের নিয়ে অনেক সময় বিব্রতবোধ করেন। প্রয়োজনে মিষ্টি কথা এবং আইন কানুন-নিয়মানুবর্তিতার ভয় দেখিয়ে তাদের শান্ত রাখতে হয়। পক্ষান্তরে, গ্রামের ছেলে, মেয়েরা শহরের ছেলেমেয়ের তুলনায় অনেকটা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। গ্রামের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে ফাঁকিঝুঁকি তেমন দেয় না। শিক্ষক কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসও করে। যেহেতু, আমরা মাছে ভাতে বাঙালি, সেহেতু বেতের ব্যবহার আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছে। আনেক সময় বেত না হলেও চলে না। বেতের ব্যবহার শ্রেণী কক্ষের বাইরে এবং ভিতরে না করলেও শিক্ষকের হাতে বেত থাকলে শিক্ষার্থী অনেকাংশে নীরব থাকে এবং শ্রেণী শৃঙ্খলা এবং শ্রেণী ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে বলে প্রতীয়মান হয়। আজ সমাজের দিকে তাকালে শিক্ষকদের অসহায় বলে মনে হয় না। অবশ্য পূর্বের চেয়ে অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। আগে বেসরকারি শিক্ষকরা ছয় মাস এবং তিন মাস অন্তর অন্তর বেতন ভাতা পেতেন। বর্তমানে এই পদ্ধতি বাতিল করে, শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি মাসে বেতন দেয়া হচ্ছে। মূল বেসিকের ১০০% সরকার দিচ্ছে। প্রফিডেন্ট ফান্ড এবং শিক্ষক কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। ঈদ বোনাস পাচ্ছে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর খালি হাতে কেউ বাড়ি ফিরবেন না। শিক্ষকরা আগে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে শিক্ষকতা করতেন। বেসরকারি শিক্ষকগণ যারা ষাট সত্তর আশির দশকে অবসরে গিয়েছেন তারা রিক্ত হস্তে বিদায় নিয়েছেন। তাদের ছেলে মেয়ের কাছে তারা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। ঐ সময়ে স্নাতক পাস করে এই স্বল্প বেতনে বা বেতনবিহীন শিক্ষকতা করে, শিক্ষকরা যেমন নিজে কিছু করতে পারেননি তেমনি তাদের ছেলেমেয়েদেরও কিছু দিয়ে যেতে পারেননি। আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন জহির স্যারকে দেখার জন্য তাহার বাড়ি একদিন গেলাম। গিয়ে প্রথমে নিজের পরিচয় দিলাম তিনি আমাকে চিনলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদে পর আলাপ শুরু হলো। আলাপের এক পর্যায়ে স্যার দুঃখ করে বললেন, 'ষাটের দশকে বিএ পাস করে শিক্ষকতা শেষ করে কিছুই করতে পারলাম না। আজ আমি ছেলে মেয়ের নিকট দোষী কেন এ চাকরি করতে গেলাম? কেন আমার আজ শহরে বাড়ি, গাড়ি নেই? কেনই বা আজ আমি ভালো চিকিৎসা নিতে পারছি না? ইত্যাদি, ইত্যাদি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি তৈরি করে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো ঢেলে সাজাতে হবে। সরকারি বেসরকারি বৈষম্য দূর করতে হবে। শিক্ষকদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এবং সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো তৈরি করতে হবে যেন মেধাবী ছেলে, মেয়েরা শিক্ষকতা পেশায় আসে। দেশের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীর মনে রাখতে হবে 'A good teacher is a life long good student.' একজন ভালো শিক্ষক জীবনভর একজন ভালো ছাত্র। মোদ্দা কথায়, 'A good teacher must be a good guide, director and associate' অর্থাৎ একজন ভালো শিক্ষক অবশ্যই একজন ভালো পথ প্রদর্শক, পরিচালক এবং সহযোগিতাকারী। অন্যদিকে ইংরেজি প্রবাদে আছে-'A good teacher is he who has a good character and teaches better than other' অর্থাৎ একজন ভালো শিক্ষক হলেন, তিনি যিনি ভালো নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং তিনি অন্যদের তুলনায় উত্তম পাঠ পরিচালনা করেন।

কথায় আছে 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করেন যিনি।' শিক্ষকগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং সমালোচনার উর্ধ্বে থেকে শিক্ষাদান করছেন বা করবেন এটাই যথার্থ।

আমরা আমাদের নিজ সন্তানদের যে ভাবে শাসন করি শিক্ষার্থীদের ঠিক সেই ভাবে দেখতে হবে এবং শাসন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আপন সন্তানের ন্যায় শাসন করলে কোন বদনাম বা সমালোচনা হবে না বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দেশ এবং সমাজের দ্রুত সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষক মহোদয়গণকেও প্রাচীন কালের ধ্যান, ধারণা বাদ দিয়ে আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক স্কুলে বা কলেজে কিছু দুষ্ট শিক্ষার্থী আছে। যাদের আচার, আচরণ দেখলে মনে হয় না তারা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে এসেছে। তাদের সঙ্গে উত্তেজিত না হয়ে তাদের ঠাণ্ডা মাথায় শাসন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি না দিয়ে আমরা আইন ও বিধি অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারি। বর্তমানে শারীরিক শাস্তিসহ শিক্ষার্থীর আট প্রকারের শাস্তি সরকার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেছেন। এই আইনের প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধা রেখে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। দুষ্ট, অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের অনেক সময় শিক্ষকগণ বিভিন্ন শাস্তি এবং ভয় দেখিয়ে লেখা পড়ায় মশগুল রাখত। এখন আর সেই সুযোগ নেই। আমার শিক্ষকতার প্রায় বিশ বছর জীবনে আমি হলফ করে বলতে পারি ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে কোন শিক্ষার্থীকে শাসন করা তো দূরের কথা একটি ধমকও দেইনি, যা কিছু শাসন করেছি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য। আমার শ্রদ্ধাভাজন স্যারগণ সেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। আমাদের স্যারগণ যখন শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করতেন তখন আমরা খুবই আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করতাম। কোন এদিক ওদিক তাকাতাম না। এখনকার দিনের কিছু শিক্ষার্থী শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের সামনে অমনোযোগী তো থাকেই একজন অপর জনের সঙ্গে মারামারি, দুষ্টামি পর্যন্ত করে। এই দৃশ্য দেখলে শিক্ষকগণ বিরক্তি বোধ করেন। ফলে অপ্রত্যাশিত দু'একটি ঘটনা ঘটে। এ সব ঘটনা যেন না ঘটে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক শ্রেণী কক্ষের ভেতরে এবং বাইরে আরও সতর্ক এবং যত্নবান হতে হবে। যারা দুষ্ট, শ্রেণী কার্যক্রমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং দৈনন্দিন বিদ্যালয় আইনশৃঙ্খলা অবনতি ঘটিয়ে থাকে তাদের অভিভাবকদের ডেকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি কোন ফল না হয় তাহলে বিদ্যালয় প্রশাসন বিধিমোতবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এটাই সকলের প্রত্যাশা।

[লেখক : সিনিয়র শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক]